গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

নারী পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন নীতি

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

বাড়ী: ৯৩, রোড: ১, মোহাম্মাদিয়া হাউজিং সোসাইটি

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮০২৮১০৫০০০, ০১৭১৫০২০০৫৫

ইমেইল: grambangla@yahoo.com

ওয়েব: www.grambanglabd.org

নভেম্বর ২০০৬

০১। ভূমিকা

নারী ও পুরুষের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী ও তাদের উন্নয়নের অঙ্গিকার নিয়ে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র আত্মপ্রকাশ। শোষণমূক্ত ও বৈষম্যহীন মানবিক সম্পর্ক এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে এক ঝাঁক উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবী, উদ্যমী, কর্মঠ, সৃজনশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যাক্তিদের নিয়ে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র জন্ম হলেও ১৯৯৭ সাল হতে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ জেলা গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র কর্ম-এলাকা । নারী-পুরুষ, শ্রেনী-বর্ণ বৈষম্যহীন (অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বেদে সম্প্রদায়) একটি মানব সমাজ গড়া, তাদের ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা ও উন্নয়নই গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে চরম শোষণ, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার নারী। নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত উন্নয়নে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। যেহেতু বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই নারী সেহেতু গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি বিশ্বাস করে নারীর উন্নয়ন ছাড়া গোটা সমাজ তথা মানব জাতীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কেবল নারীর বিরুদ্ধে নয়, গোটা সমাজের বিরুদ্ধে যা পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে প্রতিটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি ১৯৯৭ সাল হতে তাদের কর্মএলাকা সমূহে নারীর আইনগত অধিকার সংরক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ভাবে নারীর স্বনির্ভরতা অর্জন ও লিঙ্গ বৈষম্য দুর করে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে আসছে। নারী উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করে ফলপ্রসু ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচি পরিচালনার জন্য এই নীতিমালা প্রণীত হলো ঃ

০২. কেন জেন্ডার নীতি

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি নারী-পুর"ষের সমতা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি শুরু থেকে নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত উন্নয়নের জন্য যাবতীয় মেধা ও সম্পদ ব্যবহার করেছে। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকল কর্মকান্ড আরও নিশ্চিত ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনায় এ নীতি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

নারীর অবস্থানের উন্নয়নের জন্য গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি পরিচালিত কর্মসূচি থেকে কর্মীরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং নারীর উন্নয়নে যা করা প্রয়োজন বলে অনুধাবন করেছে আরই আলোকে এ নীতি প্রণীত হয়েছে।

নারী-পরুষের বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীর বৃহত্তর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের পাশাপাশি কাজ করার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে উপকারভোগী ও সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ নীতি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। জেন্ডার নীতি সংগঠনের সকল কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর অবস্থান নিশ্চিত করবে এবং তার চাহিদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষনে উৎসাহ যোগাবে।

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নের জন্য নীতিমালায় "জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ড" (নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন) ধারনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

০৩. জেন্ডার, সমতা ও উন্নয়ন

জেন্ডার (Gender) শব্দটির আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ (Sex)। সাধারণত: ব্যাকরনেও জেন্ডার (Gender) শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ (Sex) চিহ্নিত করার জন্য। যেমন - পুং লিঙ্গ (Masculine gender), স্ত্রী লিঙ্গ (Feminine gender) এবং ক্লিব লিঙ্গ (Neuter gender) ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে জেন্ডার (Gender) এবং সেক্স (Sex) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এলেও সাম্প্রতিক কালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার (Gender) ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই আজ জেন্ডার (Gender) এবং সেক্স (Sex) এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা হয়।

সেক্স (Sex) হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক (Biological) কারণে সৃষ্ট নারী-পুর"ষের বৈশিষ্টসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্রতা কিংবা শরীরবৃত্তিয়ভাবে (Physiologically) নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার (Gender) হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে উঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক সমাজকর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয়।

সমতা (Equality) নারী-পুর"ষের মধ্যে সম-অধিকার, মর্যাদা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধার নীতিকে প্রকাশ করে। সমতা সাধারণত: সব-অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর সমদর্শীতা বা ন্যায়ানুগ অথবা ন্যায়নিষ্ঠতা সাধারনতঃ যে প্রক্রিয়ায় সমতা অর্জিত হয় তাকেই বোঝানো হয়। যে প্রক্রিয়া সমাজের অসমতা সৃষ্টিকারী বা বৃদ্ধিকারী দিকগুলির সংশোধন বা বিলোপকারী নীতিমালা প্রয়োগ করে এবং সমতা বৃদ্ধিকারী দিকগুলির ওপর জোর দেয়। উন্নয়ন নীতিমালা ও পরিকল্পনায় জেন্ডারকে বিবেচনার কারণ হলো নারী ও পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে, যদিও উভয়ই অর্থনৈতিক সম্পদ পরিচালনা করতে সক্ষম।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত এবং অর্জনের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর এর প্রভাব লক্ষনীয়। নারীর প্রতি এখন মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। অথচ অতীতে নারীর প্রতি অবহেলার কারণে গণমূখী পরিকল্পনায় যে অসঙ্গতি ঘটেছে তাতে এটা স্পষ্ট প্রমানিত যে পুরুষের অভিজ্ঞতাই এ যাবত কাল ধরে পরিকল্পনার নীতিতে রূপলাভ করে এসেছে। ফলে নারীরা তাদের উন্নয়নের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ থেকে এবং সুবিধাভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আবার মূল্যবান সামাজিক সম্পদের উপর অধিকারের ক্ষেত্রে সুযোগ অসম। প্রশিক্ষণ, জমি, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অবসর যাপন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পুরুষরা যেভাবে সুযোগ পায় এবং অগ্রাধিকার পায় নারীরা তা পায় না। এই অসমতা চিহ্নিত না হলে কোন পরিকল্পনাই চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে না এবং নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য থেকেই যাবে। দায়িত্ব, কার্যক্রম এবং সম্মান, যা জেন্ডার ভিত্তিক শ্রমবিভাজন এবং নারী-পুরুষের অসঙ্গতিপূর্ণ জেন্ডার সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। জেন্ডারগত ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাগ, সেই সঙ্গে নারী-পুরুষের আপেক্ষিক অবস্থানের সহযোগী দায়িত্ব, কাজকর্ম ও পুরষ্কার যথাযথ বন্টন চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

০৪. নারী-পুর"ষ সমতা ও উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
খ) নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
গ) নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করা;
ঘ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
ঙ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, বেইজিং পণ্ডাটফরম ফর এ্যাকশন এবং জাতিসংঘের নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নে জনমত গড়ে তোলা;

চ) নারী-পুরুষের সমতার ধারনা সংস্থা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা;

ছ) জেন্ডার এ্যান্ড ডেভোলপমেন্ট ধারণা বাস্তবায়নে সংগঠন ও কর্ম এলাকায় সুশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

০৫. সংস্থার নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থান

ক) জেন্ডার এবং উন্নয়ন এ নারী পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য নারীর পাশাপাশি পুরুষদের বিকল্প সংগঠন তৈরী করা হয়েছে।

খ) সংস্থার সকল নারী-পুরুষের মাঝে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং নারী-পুরুষ সমতার ধারণা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, আলোচনা সভা, সমাবেশ, র‍্যালি, ইত্যাদি কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরার প্রক্রিয়া চলছে।

গ) সকল কাজে সমঅংশগ্রহণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনতার প্রয়াস চালু আছে।

ঘ) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহ করা হয়। নারীর জন্য আয়বর্ধক ঋণ কর্মসূচির গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঙ) নারী নির্যাতন, যৌতুক, মৌখিক তালাক, বহুবিবাহ, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, মজুরীর নিম্নহার, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গ্রামে গ্রামে মতবিনিময় সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সমাবেশ ইত্যাদি গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

চ) সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন এবং নির্যাতিন নারী ও শিশুকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

ছ) আইনগত অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

জ) নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চালু আছে।

ঝ) সংস্থার কর্মএলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে কমিউনিটি পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে কমিউনিটি পর্যায়ে, ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে একটি মানবাধিকার সংরক্ষণ কমিটি (Human Rights Watch Group) গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে নারীর অংশগ্রহণ ৬০% এর উর্ধে হবে।

ঞ) নারী নির্যাতনমূলক ঘটনাগুলোর সমাধানে ও প্রতিকারে মানবাধিকার সংরক্ষণ কমিটি (Human Rights Watch Group) পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে সংস্থার একজন প্রতিনিধি নারীপক্ষের দূর্বার নারী নেটওয়ার্ক-এর সাথে কাজ করছে।

ট) সংস্থার সকল কর্মীদের জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং নিয়মিত আলোচনা করা হয়।

ঠ) কর্মী ও দল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্ড়বায়ন;

ড) সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদে নারী-পুরুষের সমতার প্রতি জোর দেওয়া হয়।

০৬. নারী পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন নীতি

ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, বেইজিং পণ্চাটফরম ফর এ্যাকশন এবং জাতিসংঘের নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সদন (সিডও) বাস্তবায়নে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা;

খ) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎপাদনের প্রতিটি প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, উৎপাদন উপকরণের মালিকানা এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রাধান্য সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

গ) নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগঠনের সকল প্রশিক্ষণে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া;

ঘ) নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

ঙ) সামাজিকভাবে উপেক্ষিত ও অনাগ্রসর বিশেষ করে বেদে সম্প্রদায়ের নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, অধিকার সংরক্ষণ সর্বোপরি তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা;

চ) বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজার রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র এবং পরিবেশ গড়ে তোলা;

ছ) সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান, যেমন ঃ শিশু যত্ব সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ব পরিচর্যা কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা;

জ) লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাগ বিলোপ এবং নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা ;

ঝ) নারীর জন্য বাড়ীর বাইরে উপার্জনমূলক কাজের সুযোগ সুষ্টি করা এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধি করা;

ঞ) নারী পুরুষের সমান মজুরী নিশ্চিত করা;

ট) বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, নিপীড়ন, শিশু ও নারী পাচার, পতিতাবৃত্তি ও এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সমাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমতগড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। নির্যাতিত নারীর পক্ষে আইনগত সহায়তা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে তাদের পুনর্বাসন করা;

ঠ) নারী-পুরুষ সমতা ও জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, শোভাযাত্রা, দিবস পালন ইত্যাদি কর্মসুচির আয়োজন করা;

ড) শিশু অধিকার প্রচার ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। সমাজ ও পরিবারে কন্যা শিশুর প্রতি মানবিক আচরণ করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কন্যাশিশুর মর্যাদা বৃদ্ধিতে কন্যাশিশুর ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা;

ঢ) শিশুশ্রম বিশেষ করে কন্যাশিশু শ্রম দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

ণ) নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এইচআইভি/এইডস, অন্যান্য যৌন রোগ, মাতৃত্বজনিত মৃত্যু, শিশু মৃত্যু ইত্যাদি রোধে কর্মসূচি গ্রহণ করা;

ত) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

থ) অংমগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

দ) কর্ম এলাকায় পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

ধ) নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

ন) জেন্ডার বিষয়ে গণ-গবেষণা করা।

০৭. নারী পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

০৭.১ সংগঠন পর্যায়ে

ক) জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে দল পর্যায়ে নারী ও পুরুষ সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, সমাবেশ, এবং আলোচনা সভার আয়োজন অব্যাহত রাখা হবে। দলীয় সদস্যদের পরিবারভুক্ত নারী পুরুষের জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

খ) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংগঠনের সকল প্রশিক্ষণে ৫০% অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

গ) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অধিক হারে ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ, ঋণ লাভের শিথিলতা, ঋণ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মসূচি গ্রহণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

ঘ) সামাজিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ এবং যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ) বিকল্প সংগঠন তৈরীতে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এ সকল সংগঠনে নারীর ৫০% অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

চ) বিভিন্ন ধরণের কারিগরি এবং অকারিগরি শিক্ষায় নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ছ) নারীর স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান লালন-পালন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। পরিবারে খাদ্য বন্টনে সমতার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

জ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা প্রদান, আইনগত সহায়তা এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করা হবে। নির্যাতিত নারীর নিরাপত্তা, আশ্রয়, পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ঝ) নারী পুরুষ সমতা উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ড় সরকারী-বেসরকারী এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসুত্র গড়ে তোলা হবে।

ঞ) নারীর অধিকার, মর্যাদা ও কর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ট) নারী পুরুষ শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

ঠ) নারীপুরুষ সমতা নীতি অনুশীলনের জন্য সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং বিশেষ নির্দেশিকা তৈরী করা হবে।

ড) সংস্থার সকল কর্মী নারী-পুরুষ সমতা নীতি বাস্ড়বায়নে বাধ্য থাকবে। তারা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারাবদ্ধ হবে।

ঢ) কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ণ) গর্ভাবস্থায় নারী কর্মীদের কাজ, দায়িত্ব, মাঠ পরিদর্শন এবং কাজের সময়সীমা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। প্রসবকালীন ছুটির সুবিধাজনক শর্তাবলী অব্যাহত থাকবে।

ত) সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হবে।

থ) জেন্ডার বিষয়ে গণ-গবেষণা করা হবে।

০৭.২ স্থানীয় পর্যায়ে

ক) লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাগ পরিবর্তনের লক্ষ্যে দলীয় সদস্য, সংস্থার কর্মী এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

খ) নারীর অগ্রগতির এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, থানা পর্যায়ের প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

০৭.৩ জাতীয় পর্যায়ে

ক) নারী পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সংশিণ্টষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠার সমুহের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতা যোগসুত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারী-বেসরকারী, এনজিও এবং উন্নয়ন সংগঠনসমূহের মধ্যে চিন্তা-ধারা, দক্ষতা ও তথ্যের আদান প্রদান করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, সভা, কর্মশালা অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এ আদান প্রদান চলবে।

খ) সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সকল কর্মকান্ডে সহায়তা করা হবে। বিশেষ করে নারী উন্নয়ন নীতি প্রচার এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ) বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অংগসংগঠন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে।

০৮. নারী পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সংগঠনের হাতিয়ার ঃ

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ;

খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি;

গ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সিডও সনদ;

ঘ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ;

ঙ) নারী উন্নয়নে কর্মরত সমমনা বিভিন্ন সংগঠন;

চ) গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির সুদক্ষ কর্মী বাহিনী।

সমাপ্ত